দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... APR. 1 1 2000
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ২

27

পাবনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বই পায়নি

পাবনা জেলা সংবাদদাতা ঃ শিক্ষা বছরের তিন মাস অতিবাহিত হলেও পাবনা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী বিনা মূল্যের পাঠ্যবই পায়নি। এদিকে মাধ্যমিক পর্যায়ের বই-পুস্তক নিয়ে চলছে জটিলতা। জটিলতা নিরসন না হওয়ায় ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা এক বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছেন। পাবনা জেলায় এ বছর পাঠ্যবই ঠিক সময়ে না পাওয়ার দরুন লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। এক সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০০০ শিক্ষাবর্ষে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মোট ৬০টি বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মধ্যে ৯টি বই সংশোধন করার জন্য এই বইগুলোর পূর্বের সকল সংস্করণ বাতিল করা হয় এবং ৬টি বইয়ের কয়েকটি অধ্যায় পরিমার্জন করার কথা বলা হয়। বইগুলোর পুরনো সংস্করণ বিক্রি করা হলে এর সাথে বিনা মূল্যে একটি সংশোধনী পুস্তিকা সরবরাহ করার কথা বলা হলেও বাস্তবে পুস্তক বিক্রেতারা তা করছেন না। নবম ও দশম শ্রেণীর ব্যাপক এবং আংশিকভাবে সংশোধিত কিছুসংখ্যক বই ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে পাবনার বাজারে আসা শুরু হয়। এই বই কিনতে গিয়ে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা বিভ্রান্তির সম্মুখীন হচ্ছেন। সংশোধন-পরিমার্জন-পরিবর্তনের কথা বলা হলেও নবম শ্রেণীর ইংলিশ ফর টুডে বইটির মলাট ছাড়া আর কোনকিছুর পরিমার্জন-সংশোধন-পরিবর্তন করা হয়নি। কিন্তু নিম্নমানের কাগজে ছাপা এই বইটির মূল্য বাড়ানো হয়েছে ৭ দশমিক ২২ টাকা। নবম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা বইটিতে শুধু ব্যবহারিক পাঠ্যসূচীর দু'টি পৃষ্ঠ বাদ দেয়া ছাড়া আর কোন সংশোধন করা হয়নি। বিভ্রান্তির-বিড়ম্বনার এখানেই শেষ নয়, নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য ও কবিতার জন্য দু'টি পৃথক বই রয়েছে। এই বই দু'টির প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে, প্রথম মুদ্রণ জানুয়ারী, ১৯৯৬; পুনর্মুদ্রণ ডিসেম্বর, ১৯৯৯। আবার অন্যস্থানে লেখা হয়েছে, ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষে সংশোধিত ও পরিমার্জিত। বই দু'টির পেছনে কভার পৃষ্ঠায় লেখা আছে, ২০০০

শিক্ষাবর্ষে সংশোধিত ও পরিমার্জিত এই বই দু'টিতে কোন প্রকার সংশোধন বা পরিমার্জন করা হয়নি। ১৯৯৬ সালে মুদ্রিত এই বই দু'টি উন্নতমানের সাদা কাগজে মুদ্রিত ছিল। এবার নিম্নমানের নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছাপানো হয়েছে। মাধ্যমিক শ্রেণীর জ্যামিতিসহ অন্যান্য বই নিয়ে প্রায় অনুরূপ বিভ্রান্তি রয়েছে। ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের কয়েকজনের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, তারা শুধু বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন তাই নয়, রীতিমত সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। সন্দিহান কয়েকজন অভিভাবকের মতে, আদৌ শিক্ষাক্রম পাঠ্যবোর্ড কর্তৃক তাদের নির্ধারিত প্রকাশকদের ছাপানো শিক্ষাবর্ষ ২০০০ সালের বই নাকি পূর্বের সংস্করণগুলো একশ্রেণীর অসাধু পুস্তক

প্রকাশক মলাট, সাল ইত্যাদি পরিবর্তন করে বাজারজাত করেছে? আবার অনেকের মতে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এ বছর মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই সংশোধন-পরিমার্জনের নামে যা করছে, তা শিক্ষার্থীদের কল্যাণের কথা ভেবে নয়। এদিকে জেলার মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ক্লাস শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীরা কোন বই পাঠ করবে বা শিক্ষকগণ কোন বই অনুসারে পাঠদান করবেন এ ক্ষেত্রে উভয়ই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন। এদিকে সরকারী এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৫ ভাগ ছাত্রছাত্রীর কাছে এখনো বিনা মূল্যে বিতরণের বই পৌঁছেনি। শিক্ষার ক্ষেত্রে পাবনা জেলায় অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দিয়েছে। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে,

পাবনার সরকারী-বেসরকারী স্কুলে কতিপয় অখ্যাতরের বই অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।